ভজন সরকারের 'বিভক্তির সাতকাহন '-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান

জানুয়ারী ৯, ২০১০ এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো কবি-প্রাবন্ধিক ভজন সরকারের বিভক্ত বাঙালির বিভাজনের শেকড় সন্ধানী বই " বিভক্তির সাতকাহন "-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান ঢাকার শাহবাগস্থ পাবলিক লাইব্রেরি সেমিনার কক্ষে । আয়োজনে ছিলেন বইটির প্রকাশনা সংস্থা 'মুক্তচিন্তা' প্রকাশনী ।

এক কনকনে শীতের বিকেলে প্রাণ-ওষ্ঠাগত যানজট উপেক্ষা করে হল ভর্তি দর্শক -শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে শুরু হয় অনুষ্ঠান । প্রথমেই মুক্তচিন্তা প্রকাশনীর কর্ণধার কবি সাঈদ বাহাদুর প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন । প্রকাশক তাঁর বক্তব্যে " বিভক্তির সাতকাহন " গ্রন্থটি প্রগতিশীল মানুষের কাছে সমাদৃত হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ধর্মে -বর্ণে, মতে-মতবাদে পৃথিবী যখন সতত বিভাজিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তখন ভজন সরকারের এই বই অত্যন্ত সময়োপযোগী ।

তরুণ কবি -সম্পাদক সৌমিত্র দেব তাঁর বক্তব্যে বইটি পাঠের বিরল অভিজ্ঞতার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, ভজন সরকারের 'বিভক্তির সাতকাহন'- মূলত: স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ হলেও এটি তাঁর কাছে মনে হয়েছে যেনো এক নিটোল কবিতা- যেমন ভাষা, তেমনি মাধুর্যে তেমন কাব্যিক আর ছন্দময় বর্ণনায়। ভজন সরকার যে মূলত: একজন কবি এবং শক্তিমান কবি বইটিতে সে স্বাক্ষর রয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ।

এরপর আলোচনা করেন কবি ও লোকসাহিত্য গবেষক ডঃ তপন বাগচী । তিনি বইয়ের লেখাগুলোর সাথে তাঁর অনেক দিনের পরিচিতি এবং ভালোলাগার কথা উল্লেখ করে বলেন, ভজন সরকারের এই বইটি প্রমাণ করে লেখক হিসেবে ভজন সরকার অত্যন্ত শক্তিমান শুধুই নন বরং সাহসী । কেননা, ধর্ম -বর্ণ-গোত্র-পেশা-আঞ্চলিকতাসহ সমাজের ভেতর বিরাজমান বিভক্তির লক্ষণ রেখাগুলোকে চিহ্নিত করতে গেলে যে ঝুঁকি নিতে হয় , ভজন সরকার তা নিয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে-অকুতোভয়ে ।

দৈনিক সংবাদ পত্রিকার জনপ্রিয় কলামিস্ট বিলু কবীর তার আপ্লুত ভাললাগার কথা উল্লেখ করে বলেন, শুধু যে বাঙালির বিভক্তির পাঁচালী তাই নয় বরং এই বিভক্তির রূপ-স্বরূপ এবং শেকড়-বাকড় সব কিছুরই সন্ধানের চেষ্টা আছে বইটিতে । সেই সাথে আছে প্রবাসী বাঙালীদের শেকড় থেকে উপড়ে যাবার শঙ্কা -আশঙ্কা । এক সহজ -কাব্যিক গদ্যে কঠিন বিষয়কে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন ভজন সরকার তাঁর বইয়ের মাধ্যমে । লেখক হিসেবে ভজন সরকার যে শক্তিমান, বিভক্তির সাতকাহন তার নমুনা । বইটি পাঠকপ্রিয় হবে নিঃসন্দেহে ।

এরপর আলোচনা করেন ভজন সরকারের তিন দশকের চিরন্তন ও অকৃত্রিম বন্ধু কবি ফরিদুজ্জামান । ভজন সরকারের প্রবাসী জীবনের ব্যথা-বেদনাকে বন্ধুর বুকে কান পেতে শুনে এসেছেন এতদিন কবি ফরিদুজ্জামান । বিভক্তির সাতকাহন যেনো সেই অব্যক্ত বেদনারই এক বেহাগ - যা প্রত্যকে প্রবাসী বাঙালির বুকে কান পাতলেই শোনা যাবে । কবি ফরিদুজ্জামান আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ভজন সরকারের এই বিভক্তির শেকড়সন্ধানী বই যেনো এক খণ্ডেই থেমে না থাকে,তা হলে লেখক ভজন সরকারের যতটুকু না ক্ষতি হবে, তার চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতি হবে বাংলা সাহিত্যের ।

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী কবি ডঃ আবুল হাসানাৎ মিলটন তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে বইয়ের লেখাগুলো যখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হচ্ছিলো বিভিন্ন ই-মাগ্যাজিনে ,সেই সময়ের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, এক সময়ের সে বহুল আলোচিত এবং নন্দিত লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশের পর বোদ্ধা পাঠকদের কাছে আরও সমাদৃত হবে বলেই তিনি আশাবাদী । কারণ, সমাজের বিভক্তিগুলো লেখক টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণের মাধ্যমে অত্যন্ত কাব্যিক ভাষায় হৃদয়গ্রাহী করে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ;যা ভাল লাগে সুন্দর উপস্থাপনার গুণে এবং নিজের চারপাশের অসংগতিগুলোকে একান্ত করে দেখার মাধ্যমে । ভজন সরকারের ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার কথাও উল্লেখ করেন প্রবাসী কবি ডঃ আবুল হাসানাৎ মিলটন ।

এরপর বইটির উপর আলোচনা করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় কবি রেজাউদ্দিন স্ট্যালিন । বইয়ের আলোচনা পর্বে তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে সমাজে যে বিভক্তি তা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশে লালিত হয় বলে তিনি মনে করেন না । যদিও প্রবাসে বাস করে ভজন সরকার সেই সামাজিক বিভাজনগুলোকেই চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন । বইটির চমৎকার ভাষা বিন্যাস তাঁকে আপ্লুত করেছে ।

প্রধান আলোচক হিসেবে বইয়ের উপর আলোচনা করেন সত্তর দশকের প্রথিতযশা কবি মতিন বৈরাগী । তিনি ভজন সরকার কবি হিসেবে যে শক্তিমান সে কথা উল্লেখ করে বলেন, বিভক্তির সাতকাহন পাঠ করে তাঁর মনে হয়েছে একটা যাদুকরী গদ্য লেখার হাত আছে কবি ভজন সরকারের । সেই সাথে সমাজের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা । ব্যক্তি ভজন সরকার বেড়ে উঠেছেন

এক শিক্ষিত প্রগতিশীল পরিবারে। পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে মেধা ও মননের মিশেল ভজন সরকারকে একদিন অনেক উঁচুতে প্রতিষ্ঠা করবে বলে তিনি আশা করেন।

এরপর শুভেচ্ছে বক্তব্য রাখেন বিভক্তির সাতকাহন গ্রন্থের লেখক কবি ও প্রবন্ধকার ভজন সরকার। বইটি প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি লেখাগুলো যে সমস্ত ই-ম্যাগাজিনে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় বছর তিনেক সময় ধরে , সে সমস্ত পত্রিকা সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশেষতঃ তিনি উল্লেখ করেন অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত এক আলোকিত পত্রিকা বাসভূমি ডট কমের সম্পাদক কবি-সাংবাদিক আকিদুল ইসলাম,মুক্ত-চিন্তার অগ্রপথিক মুক্ত-চিন্তা ডট কমের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত এক আন্তর্জাতিক পত্রিকা সাতরং -এর কথা। বিভক্তির সাতকাহন বিভক্তির লক্ষণরেখা ভেদ করে মানবিকতার জয়-বার্তা ছড়িয়ে দেবে আমাদের সমাজে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন লেখক পত্নী ডাঃ জেসমিন।

প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি বিশিষ্ট কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী। তিনি বিভক্তির সাতকাহন বইটি তাঁকে কেমন ভাবে টেনেছে সে কথা উল্লেখ করে বলেন, বইটির প্রকাশক তাঁকে সকাল এগারোটায় বইটি দিয়েছেন তাঁর অফিসে। তিনি অফিসের কাজ ভুলে বইটি যখন শেষ করেছেন তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। একটা প্রবন্ধের বই এমন ভাবে পড়ে ফেলার বিরল অভিজ্ঞতাই প্রমান করে তার ভাল লাগার। তিনি উল্লেখ করে বলেন , বইটির একটা প্রাণ ভোঁমরা আছে এবং তা হলো ভজন সরকারের প্রিয়কবি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় - যার উল্লেখ বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আছে। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, একটা রেখাই যেখানে মানুষকে বিভক্ত করার জন্য যথেষ্ট, সেখানে সমাজে ধর্ম একটা রেখা, বর্ণ একটা রেখা, গোত্র একটা রেখা, শ্রেনী একটা রেখা , অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য একটা রেখা। এই রকম অসংখ্য রেখার দুই পাশে মানুষের, মানবতার ত্রাহি অবস্থা। ভজন সরকারের বিভক্তির সাতকাহন সেই রকম বিভাজিত রেখারই সপ্তকাহন শুধু নয়, বরং হাজারো কাহন। বইটি প্রত্যেক মানুষের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

সবশেষে সভাপতির বক্তব্য রাখেন বাম গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সভাপতি কথাসাহিত্যিক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মহসিন শস্ত্রপাণি। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, একজন সংখ্যালঘু মানুষ ,তা ধর্ম-বর্ণ - ভাষা যে কোন সংখ্যালঘুই হউন না কেনো, যখন তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন- তখন তা হয়ে উঠে যুক্তিগ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। ভজন সরকার সেই বিভাজনের অভিজ্ঞতার কথাই বিভক্তির সাতকাহন গ্রন্থে বলেছেন। তাই বইটি আজকের আলোচকবৃন্দের কাছে যেমন সমাদৃত হয়েছে, তেমনি পাঠকপ্রিয়তা পাবে আগামী দিনেও ।